

# **E-CONTENT PREPARED BY**

**Dr. Shreya Ray**

**Assistant Professor**

**Department of Bengali**

**Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal**

***(Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal)***

**NAAC Accredited "A" Grade College**

***(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)***

**E-Content prepared for students of**

**B.A. Honours (Semester-III) in Bengali**

**Name of Course: উনিশ শতকের কাব্য**

**Topic of the E-Content:**

**বীরাঙ্গনা:নারী জাগৃতির দ্রোহ**

---

**প্রশ্ন-** উনিশ শতকে নবজাগরণ ও নারী জাগৃতির প্রভাব বীরাঙ্গনা কাব্যে কিভাবে পড়েছে পাঠ্য পত্রিকাগুলি অবলম্বনে দেখাও।(প্রশ্নের মান-১০)

**উত্তর** - মধুসূদনের জন্ম যে যুগ-পরিবেশে সেই উনিশ শতক বাংলাদেশের ইতিহাসে নবজাগরণের কাল। এই নবজাগৃতির পুরোধা ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায়ের কর্মযজ্ঞের ধারায় তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রকল্পকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কারমুখী আন্দোলনকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মানবতার কারণে ও সমাজ কল্যাণের অভিপ্রায়ে অশিক্ষা ও বঞ্চনার অন্ধকারে নিমজ্জিত নারী সমাজের সঠিক উন্নয়নে যোগ দিলেন তিনি। মানুষকে তার স্বমহিমায় স্থাপনের পথ প্রসারিত হলো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। সাহিত্যে নতুন নারী মূর্তি নির্মিত হল রঙ্গলালের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ থেকে মধুসূদনের কাব্য, নাটক ও বঙ্কিমের উপন্যাসে।

রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব, সমাজ সংস্কারের প্রবল বাসনায়, বাংলা ভাষার নতুন রূপ পরিগ্রহণে, ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদ এবং নারী ব্যক্তিসত্তার ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি সেই সময় আন্দোলিত। বিষ্ণুর্ক সেই সময়ের তরঙ্গই রচনা করেছে মধুসূদনের কাব্যে স্বতন্ত্র ভুবন। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ বা ‘বীরাঙ্গনা’ তারই ফলশ্রুতি। ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে নিহিত নারীকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে স্থান পেয়েছে এই নবজাগরণ সঞ্জাত নারীর পরিপূর্ণ মুক্তির স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তবে সেই সময় তেমন স্বাধীনচেতা নারী উপেক্ষিত। তাই তিনি তাঁর সময়কে পিছনে ফেলে পুরাণ থেকে চরিত্র এনে নবরূপ দান করলেন। প্রমিলা, চিত্রাঙ্গদা, শর্মিষ্ঠা এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকারা সেই ভাবনারই ফসল। কবি রাবণমহিষী চিত্রাঙ্গদার চেয়ে পুত্র শোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার বেদনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই অবরোধের অন্তরাল ঘুচিয়ে প্রকাশ্য সভায় চলে এসেছে সেই নারী আপন পুত্র নিধনের দায় রাবণের উপর চাপিয়ে দিতে। ‘বীর প্রসূনের জননী’ নামক স্তোত্র বাক্যের দ্বারা চিত্রাঙ্গদা মোহগ্রস্ত হয়নি সরাসরি সে প্রশ্ন তুলেছে -

" কে কহ একাল অগ্নি জ্বলিয়াছে আজি"

তার অভিযোগ - " হায় নাথ! নিজ কর্মফলে

মজালে রাক্ষস কূলে মজিলা আপনি "

‘বীরাঙ্গনা কাব্য’-এ নারীরা যে স্বাধীকার চিন্তার প্রকাশ তার উন্মেষ লগ্ন হিসেবে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের এ অংশকে চিহ্নিত করা যেতে পারে । আবার এ কাব্যেই স্বামীর সাথে মিলিত হবার জন্য রণসাজে সজ্জিতা প্রমীলার রামচন্দ্রের প্রতি উচ্চারণ -

" আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে"

প্রেমের জন্য নারী কখনো মাধুর্যময়ী আবার কখনো ভয়ংকরী। ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ রচনার অব্যবহিত পূর্বে এ দেশে ঘটে গেছে অনেক আন্দোলন, আলোড়ন, বিদ্রোহ । ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন বীরাঙ্গনা হলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ । মধুসূদন ঐর বীরত্বের দ্বারাও ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ রচনার সময় উদ্বোধিত হয়ে থাকতে পারেন।

নারী জাগরণের প্রবক্তা বিদ্যাসাগরকে এ কাব্য উৎসর্গ করে মধুসূদন পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এ কাব্যের মধ্যে রয়েছে নারী প্রগতির চিন্তা-চেতনা এবং নারী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা। নবজাগরণের একটি বাণী হল পুরাতনের মধ্যে নতুনের মর্মানুসন্ধান। মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যে পৌরাণিক নায়িকা চরিত্রদের সমাবেশ অক্ষুন্ন রেখেও অন্তর্নিহিত ভাব সত্তার পরিবর্তন এনে তাকে স্থাপন করেছেন আধুনিকতার পটে। কখনো পুরাণ সাহিত্যের পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন করেছেন। আবার বিপরীত ঘটনাও সাজিয়েছেন । তার সৃষ্ট বীরাঙ্গনারা সর্বদাই বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছে দুর্জয় সাহস, কঠিন মনোবল এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ।

শকুন্তলার পত্রে দেখি প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ অনুপস্থিতি শকুন্তলাকে উৎকণ্ঠিত করেছে। শকুন্তলার এই শঙ্কাতুর প্রেমই আলোচ্য পত্রের মূল সুর। এই শকুন্তলা কালিদাসের ক্লাসিক নায়িকা নয়, সুখে -প্রেমে -আবেগে -স্মৃতিতে এই শকুন্তলা জীবিত -

" বন নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,  
রাজেন্দ্র! "

নিজ প্রেমকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণার মধ্যেই রয়েছে শকুন্তলার প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব,  
উজ্জল স্বতন্ত্র। আর এখানেই সে নবযুগের নারী। তার কণ্ঠে রয়েছে অভিমান -

" শুখাইলে ফুল কবে কে আদরে তারে? "

কিন্তু স্বামীর প্রতি অন্য কেউ অপবাদ দিচ্ছে এটা সহ্য করা শকুন্তলার পক্ষে  
নিদারুণ কষ্টের -

" নিন্দে তোমার, হে নরেন্দ্র মন্দ কথা কয়ে !

বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে ! '

রেনেসাঁসের মানব নীতির চেয়ে বড় করে দেখে সৌন্দর্যকে। মধুসূদনও  
নীতিবাদী নন তাই পৌরাণিক মলিনতা থেকে উদ্ধার করে আনলেন বৃহস্পতি  
পত্নী ,চন্দ্রের প্রণয়িনী তারাকে। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার এই তারা উনিশ  
শতকের আন্দোলন জাত। সে নারী সমাজ নির্দেশিত সম্পর্কের বাইরে গিয়ে  
নিজের কামনা বাসনার স্বীকৃতি চেয়েছে স্বামীরই শিষ্যের কাছে। সোমের অপূর্ব  
রূপ লাভ্য মুগ্ধ করেছে গুরু পত্নীকে। গুরু পত্নী তারা এখানে এক প্রণয়ভিক্ষু  
রমণী ,যে নির্দ্বিধায় সোমদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে, কলঙ্কের ভয় করে  
না -

" এস তবে প্রাণসখে দিনু জলাঞ্জলি "

এই সৌন্দর্য চেতনাই শূর্ণনখার প্রতি কবির স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়  
দিয়েছে। শূর্ণনখার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই জীবন পিপাসু বিধবা নারীর  
কথা, যে নিজের সমস্ত জীবনসঞ্চয় নিয়ে অপেক্ষা করে আছে দয়িতের জন্য -

" প্রেম ভিখারিণী আমি তোমার চরণে "

সামাজিক শৃঙ্খলকে আঘাত করে শূর্ণনখা চেয়েছে নব জীবনের সুখ। আর তাই রামায়ণের নরমাংস লোভী রাক্ষসী কামসর্বস্ব নারী চরিত্র শূর্ণনখা তাঁর হাতে প্রেমময়ী নারী হয়ে উঠেছে।

'বীরঙ্গনা কাব্য'-এ প্রেমপত্রগুলির মত অভিযোগ পত্রগুলিও স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। দশরথকে অভিযোগ জানাতে গিয়ে মধুসূদনের কেকয়ী রামায়ণের কৈকেয়ীর মত আনুগত্য স্বীকার করেনি। নিজের কার্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্ল্যাকমেল ও করেছে দশরথকে। যে স্ত্রৈন্যতায় দশরথ কেকয়ীর প্রতি অনুগত, কুপিতা নারী সেখানেই ফেলেছে তার আধুনিক সন্ধানী দৃষ্টি। সর্বসমক্ষে স্বামীর আচরণকে নিন্দিত করে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে সে। কখনো তীর্যক ব্যঙ্গ কখনো প্রবল আবরণহীন নিন্দা আবার কখনো ভাষার তীর্যকতায় লক্ষ্য করা যায় তার ধিক্কার। এই নারী তার জায়গাটুকু অনায়াসে ছেড়ে দেওয়ার মত অবলা নয় -

**"থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে**

**এ কর্মের প্রতিফল! "**

রামায়ণ থেকে বেরিয়ে এসে মনস্তাত্ত্বিক সংকটে একালের উপযোগী গতিশীল আধুনিক চরিত্রে কেকয়ী রূপান্তরিত হয়েছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর চিত্রাঙ্গদায় পুত্র শোকাতুর মাতার যে রেখাচিত্র ছিল জনা যেন তারই সম্পূর্ণতা। রাজমহিষী হয়েও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে জনা। পুত্রস্নেহ ও ক্ষত্রধর্ম দুইয়ের মধ্যে কোন আপস করতে চাইনি সে। তার লক্ষ্য শত্রুর বিরুদ্ধে স্বামী নীলধ্বজের চিত্তে পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধের আশ্রয় জাগিয়ে তোলা -

**" এ পাষন্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে**

**অতিথি?.....**

**....ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি নৃমনি? "**

প্রজ্বলিত অগ্নি শিখা দীপ্তি ও দাহ নিয়ে জনা যথার্থই বীরঙ্গনা।

'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর পত্র গুলিকে আশ্রয় করে বিবাহিতা, পতিহীনা, কুমারী এবং বীরাঙ্গনা নারী - জীবনের সম্ভাব্য চারটি রূপের বিভিন্ন অনুভূতি বর্ণিত হয়েছে। এই নারীদের ক্ষেত্রে প্রেমই একমাত্র সত্য ,একমাত্র চালিকা শক্তি।সমাজনীতি ,ধর্মনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে তারা প্রেমকেই সর্ব শক্তিমান বলে জেনেছে। অমোঘ বিধির বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। ভেবেছে -

**" জীবনের আশা হয় কে ত্যাজে সহজে ! "**

এখানেই তারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ যা আধুনিকতার প্রথম ও শেষ আশ্রয়স্থল। দৃষ্টিভঙ্গির এই অভিনবত্বের কারণেই 'বীরাঙ্গনা'র নায়িকারা প্রত্যেকেই বীরাঙ্গনা। তাদের আচরণে যে দুঃসাহসিকতা,বলিষ্ঠতা, সত্যভাষীতার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাদের বীরাঙ্গনা না বলে উপায় নেই। পুরাণের নারী রেনেসাঁসের অপূর্ব আলোকের ধারায় স্নাত হয়ে অপরূপ দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে মধুসূদনের কাব্য সাহিত্যে।

**সম্ভাব্য প্রশ্নবলি : -**

**প্রশ্নের মান-১**

১) বীরাঙ্গনা কাব্য কত সালে প্রকাশিত?

উঃ- ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে।

২) এটি কি জাতীয় কাব্য ?

উঃ- পত্র কাব্য।

৩) কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করা হয়?

উঃ- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে।

৪) কোন পাশ্চাত্য কবির প্রভাব এ কাব্যে

পড়েছে?

উঃ- গ্রীক কবি ওভিডের।

৫) ঐ পাশ্চাত্য কবির কোন কাব্যের প্রভাব পড়েছে এ কাব্যে?

উঃ- 'হিরোয়িক এপিসল্'

৬) মধুসূদন এ কাব্যে মোট কতগুলি পত্রিকা রচনা করতে চেয়েছিলেন?

উঃ- ২১ টি।

৭) মোট কতগুলি পত্রিকা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং কী কী?

উঃ - ৬টি , 'দুঃস্বপ্নের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'লক্ষণের প্রতি শূর্ণনখা', 'দশরথের প্রতি কেকয়ী', 'নীলধ্বজের প্রতি জনা', 'পুরুষবার প্রতি উর্বশী'।

৮) মধুসূদন কোন কোন পত্রিকার খসড়া করলেও সম্পূর্ণ করতে পারেননি?

উঃ - ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি উষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, এবং নলের প্রতি দময়ন্তী ।